1) সহজাত ধারণা কী? সহজাত ধারণাতত্ত্ব বিরুদ্ধে লকের অভিযোগ গুলি আলোচনা করো?

(1) লকের মতে, সহজাত ধারণাতত্ত্ব অনুসারে, 'মানুষের বৌদ্ধিকশক্তিতে এমন কতকগুলি নিয়ম বা সূত্র, মৌল প্রত্যয় ইত্যাদি আছে যেগুলি যেন সহজাত বা মনোজাত, যেগুলি জন্মলগ্নেই মানুষের মনে মুদ্রিত হয়েছে অর্থাৎ যাদের মনোজাত্য মানুষের মনে মুদ্রিত হয়েছে ~~অর্থাৎ যাদের মনোজাত ধারণা~~ অর্থাৎ যাদের মনোজাত ধারণ করেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে।

সহজাত ধারণার (আজন্ম ধারণার) সমর্থক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বিশেষ করে দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন যার জন্য কতকগুলি ধারণাকে আজন্ম ধারণা বা সহজাত ধারণা বলতে হয়। বৈশিষ্ট্য দুটি হল সর্বমনে বর্তমান থাকা এবং সমভাবে বর্তমান থাকা। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, যেমন কতকগুলি ধারণা আছে, যথা - চিন্তার মূলসূত্র তাদাত্ম্য নিয়ম ও বিরোধ বাধক নিয়মের ধারণা (যৌক্তিক বা চিন্তাগত ধারণা) নৈতিক ধারণা (ন্যায়নীতির ধারণা) এবং ঈশ্বরের ধারণা। যা জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে শিশু থেকে সব মানুষের মনে উপস্থিত থাকে এবং তারা একই ভাবে উপস্থিত থাকে। কতক ধারণায় এই বৈশিষ্ট্য দেখে সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থকগণ এমন সিদ্ধান্ত করেন যে, এসব ধারণা মানুষের জন্মগত বুদ্ধির মধ্যে অবশ্যই সহজাত হবে। সহজাত ধারণাতত্ত্ব প্রধানত মূলত এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকার করেন।

সহজাত ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগ গুলি নিম্নরূপ:

নঞর্থক দিক:

(ক) সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থকগণ, সব মনে বর্তমান থাকা' অর্থাৎ 'সার্বিকতাকে' সহজাত ধারণায় একটি আবশ্যিক বা অপরিহার্য লক্ষণ বলেছেন! চিন্তার মূল সূত্র, নৈতিকতা, অসীমতা, স্থান, ঈশ্বর ইত্যাদির ধারণাগুলি সহজাত, কেননা এদের ধারণা মানুষ মাত্রই পোষণ করে।

লক এসব ধারণাকে সার্বিক বা সার্বত্রিক বলেন না। কেননা তাঁর অভিমত অনুসারে এসব ধারণা সর্বমনে উপস্থিত থাকে না। যেমন শিশু, নির্বোধ, অজ্ঞ, জড়বুদ্ধি এবং বর্বর মানুষ এসব ধারণা পোষণ করে না। কাজেই, যে সহজাত ধারণার আবশ্যিক লক্ষণটি (সার্বিকতা) না থাকায় জন্য এসব ধারণাকে সহজাত বলা চলে না।

(২) বুদ্ধিবাদীরা সহজাত ধারণার তাদের এক আবশ্যিক লক্ষণের (সর্বমনে সমভাবে অবস্থান করা) এই লক্ষণের উল্লেখ করেছেন এবং এই লক্ষণ অনুসারে তাঁরা চিন্তার মূলে সূত্ররূপে তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধ বাধক নিয়ম এবং নৈতিকতা ও ঈশ্বরের ধারণাকে 'সহজাত' বলেছেন। লকের অভিযোগ হল এসব ধারণা সব মানুষের মনে সমভাবে অবস্থান করে না। যেমন — অনেকে ঈশ্বরের 'সাকার' আবার অনেকে ঈশ্বরকে 'নিরাকার' ভাবেন-অনেকে ঈশ্বরকে 'সগুণ' আবার অনেকে ঈশ্বরকে নির্গুণ ভাবেন। অনেকে যে কাজকে পাপকর্ম (sin) বলে গণ্য করে, অনেকে আবার সেই একই কাজকে কর্তব্যকর্ম বা পুণ্যকর্মরূপে গণ্য করে। অন্যান্য অধিকাংশ সহজাত ধারণা সম্পর্কেও একজনের ধারণাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে এসব ধারণা সহজাত নয়।

(৩) লক তাঁর অভিযোগে আরও বলেন, কোন ধারণা সর্বমনে এবং সমভাবে উপস্থিত থাকলেও তাকে সহজাত বলার কোন সংগত যুক্তি নেই, কেননা অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলে, অভিজ্ঞতা নির্ভর অনুমানের ফলেও, কোন ধারণা সর্বমনে এবং সমভাবে উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন - আগুনের তাপ ও আলোর ধারণা বর্তমান বিশ্বের সব মানুষই পোষণ করে এবং একইভাবে পোষণ করে। শুধু মানুষের ~~বিবর্তনের~~ বিবর্তনের

ইতিমধ্যে আলোচনা করে আজ আমরা জেনেছি যে, প্রাগৈতিহাসিককালে সব মানুষের মনে 'আগুনের বা উত্তাপের' ধারণা ছিল না - আগুনের ব্যবহারের প্রচলন ও তার সম্প্রসারণের ফলে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই এসব ধারণা আজ সার্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। লকের অভিমত হল, এই প্রকারে, তথাকথিত সহজাত ধারণাগুলিও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে বর্তমানে বিস্তার লাভ করেছে। চিনি সবসময় মিষ্টি, চিনি একইসাথে মিষ্টি এবং তেতো নয়। এভাবে প্রত্যেক অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলে যে কোন এক সময় তার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করে যে 'ক' হয় 'ক' (তাদাত্ম্য নিয়ম) 'ক কখনোই ক এবং না-ক নয়' (বিরোধবাধক নিয়ম)। সার কথা হল, লকের মতে বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণাগুলিকে জন্মগত বলার পরিবর্তে অভিজ্ঞতিক বলাই বাঞ্ছনীয়।

(4) সহজাত ধারণা জন্মকাল থেকে মনে থাকলে জন্মলগ্নেই প্রত্যেক মানবশিশু এসব ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবে। লক বলেন, এমন হতে পারে না যে, একটা বচন বা ধারণা মনে আছে কিন্তু মন তাকে জানে যে, মন ঐ ধারণা সম্পর্কে কোনভাবেই অবহিত নয়। লকের মতে, কোন কিছু মনে থাকার অর্থ হল মনের সেইবিষয়ে চেতনা থাকা। কিন্তু শিশুকালে কোন শিশুই তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম, ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্য, কারণতা এবং নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন থাকে না। লক বলেন, এছাড়া বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত ও বর্বর মানুষ এইসব সাধারণ ও বিমূর্ত প্রত্যয় সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হয়েই দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে।

তাহলে সহজাত ধারণাতত্ত্ব সমর্থন করতে হলে এমন কথাও বলতে হয় যে, মনের অজ্ঞাতেই মনে ধারণা আছে। এমন কথা লকের মতে স্ববিরোধী এবং স্ববিরোধিতা অর্থহীন। সহজাত ধারণাবাদ তাই এক অর্থহীন মতবাদ। লকের সিদ্ধান্ত হল, সহজাত ধারণা বলে বাস্তবিক কিছু নেই, সব ধারণাই অভিজ্ঞতা প্রসূত।

(ঙ) সহজাত ধারণাবাদের অনেক সমর্থক আবার বলেন, সহজাত ধারণা বলতে জন্মলগ্নের সুস্পষ্ট ধারণাকে বোঝায় না, বোঝায় ধারণালাভের এক প্রবণতাকে যা বুদ্ধি বিকাশের সাথে প্রকটিত হয়। তাহলে, লকের অভিযোগ হল, মানুষের সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তার সমুদয় কলা, শিল্প, সাহিত্য - সঙ্গীত সবকিছুকেই সহজাত রূপে গণ্য করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে 'সহজাত ও বহিরাগত ধারণার মধ্যে কোন প্রভেদই থাকে না।

(চ) সহজাত ধারণাবাদের সমর্থনে অনেকে আবার বলেন, শিশুমনে এসব ধারণা উপস্থিত থাকলেও, সমাজের রীতি - নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা আবরিত হয়ে এমনই অস্পষ্ট হয় যে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোন বোধ বা চেতনা থাকে না, তারা চেতনার অন্তরালে অবস্থান করে। সমর্থকদের এরূপ অভিমতকে লক অনুমানের দ্বারা এক অপপ্রয়াস রূপে গণ্য করেছেন। এ-প্রসঙ্গে লক বলেন যে, সামাজিক শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা যদি সহজাত ধারণাগুলি আবৃত হয় না আবৃত হয় তাহলে শিশুমনের পূর্বে শিশুমনে তাদের স্বরূপে পাওয়া যাবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন-

মানবশিশুর সহজাত ধারণা সম্পর্কে চেতনা থাকে না।

সমালোচনা

লকের 'সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন' নিম্নোক্ত কারণে যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারেনি:

প্রথমত: জন্মলগ্নে মানবশিশু কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মায় না। — লকের এই অভিমত স্বীকার করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত, লাইবনিজ প্রমুখ দার্শনিকেরা একথা মানেন যে, জন্মলগ্নে মানবশিশু কোন স্পষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মায় না। তবে, দেকার্ত, লাইবনিজ প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিক সেই সঙ্গে একথাও বলেন যে, জন্মলগ্নে মানবশিশু স্পষ্ট কোন ধারণা নিয়ে না জন্মালেও তারা প্রত্যেকে ধারণা লাভের জন্য কিছু সহজাত প্রবণতা বা বুদ্ধিশক্তি নিয়ে জন্মায়। এসব ধারণার উৎসমূলে হল মানুষ জন্মগত প্রবণতা বা বুদ্ধিশক্তি হওয়ায় বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা এসব ধারণাকে মনোজাত বা সহজাত বলেছেন। জন্মগত এই প্রবণতা বা বুদ্ধি সামর্থ্যের জন্যই একই পরিবেশে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও দুজন মানবশিশু কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও প্রকৃতির অধিকারী হয়। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ এই জন্মগত মনোজাত বা সহজাত বুদ্ধি-সামর্থ্যকে অস্বীকার করলে ব্যক্তিভেদে জ্ঞানের ভেদে, চারিত্রিক ভেদকে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত: কোন ধারণা সহজাত হলে জন্মলগ্ন থেকেই মানবশিশু সেই ধারণাটি সম্পর্কে অবহিত হবে, কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, অসীমতার ধারণা ইত্যাদি সহজাত ধারণা সম্বন্ধে শিশুর কোন চেতনা থাকে না। তাহলে, লকের অভিযোগ হল — একটা ধারণা মনে আছে কিন্তু

মন তা জানে না - এমন অর্থহীন কথাই বলতে হয়। সহজাত ধারণার বিরুদ্ধে লকের এই অভিযোগটি সঠিক হতে পারেনি। লক 'মন' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে 'চেতনমন' অর্থে গ্রহণ করার জন্য তাঁর অভিমতকে দোষদুষ্ট করেছেন। মনের ব্যাপকতা বা পরিধি চেতন মনের ব্যাপকতা বা পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি। আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত অভিমত হল, মনের একটি অংশ হল চেতন বাকী বৃহৎ অংশ নির্জ্ঞান বা অবচেতন। অবচেতন মনে কোন ধারণা থাকার অর্থ 'প্রচ্ছন্নভাবে' বা অ-প্রকাশভাবে থাকা। লাইবনিজ তাঁর সহজাত ধারণাতত্ত্বে এমন কথাই বলেছেন, বলেছেন যে জন্মলগ্নে কিছু ধারণা মনে থাকলেও তা প্রবণতারূপে 'প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে'। এখানে প্রচ্ছন্ন কথাটি বিশেষ অর্থবহ। প্রচ্ছন্নভাবে থাকার অর্থ হল 'চেতনমনে' না থাকা। চেতন মনে কোন ধারণা থাকার অর্থ হল তা প্রকাশিত অবস্থায় থাকা। চেতন মনে একটা ধারণা আছে কিন্তু মন (অর্থাৎ চেতন মন) সেই ধারণা সম্পর্কে সচেতন নয় কথাটি স্ববিরোধী ও অর্থহীন হলেও একটা ধারণা মনে আছে কিন্তু মন তাকে জানে না' কথাটি স্ববিরোধী নয়। প্রবণতা রূপে প্রচ্ছন্নভাবে কোন ধারণা থাকলে লাইবনিজ যা বলেন, কথাটি স্ববিরোধী নয়। কেননা ধারণাটি যখন প্রচ্ছন্ন ধারণা, তখন ধারণাটি মনে থাকলেও চেতন মনে নেই, অবচেতন মনের নিহিত থাকায় লাইবনিজের মতবাদে মনের পরিধি চেতন মনের পরিধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক এবং ফলত এই স্বীকার করার মধ্যে কোন দোষ থাকে না যে, একটা ধারণা মনে আছে কিন্তু ঐ ধারণা সম্পর্কে মনের কোন চেতনা নেই (কেননা ধারণাটি 'প্রচ্ছন্ন' বা অপ্রকাশভাবে আছে।

কাজেই, এমন সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সহজাতধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগ যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ হতে পারেনি।

(1) হিউমকে অনুসরণ করে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো। আমাদের সব ধারণাই কি মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত? [10]

→ হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ সম্মত জ্ঞান তাত্ত্বিক মতবাদের মূল বক্তব্য হল তার মুদ্রণ ও ধারণা সংক্রান্ত অভিমত। হিউম মুদ্রণ ও মুদ্রণ জাত ধারণাকেই জ্ঞানের একমাত্র উপাদান বলেছেন। হিউমের মতে মুদ্রণ হলো 'ইন্দ্রিয় উপাত্ত' আর ধারণা হলো ইন্দ্রিয় ~~ক্রিয়া~~ উপাত্তের ম্লান প্রতিরূপ।

মুদ্রণ ও ধারণার স্বরূপ: হিউম আমাদের মনের যাবতীয় উপকরণ সমস্ত জ্ঞান উপাদানকে, প্রত্যক্ষ বলেছেন। যে ঘৃণা করা, ভালোবাসা চিন্তা করা, অনুভব করা এ সবই প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছু নয়। এ সমস্ত মানসিক উপকরণ বা প্রত্যক্ষণের মূলে হল অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষণ ও চেতন আবার দু-প্রকার - মুদ্রণ এবং ধারণা বা Impression এবং ~~Idea~~ Idea। হিউমের ভাষায়, 'যখন আমি কিছু শুনি, দেখি, অনুভব করি, অথবা ঘৃণা করি অথবা কামনা করি, অথবা ইচ্ছা করি তখনকার যে অপেক্ষাকৃত সজীব প্রত্যক্ষণই হলো মুদ্রণ বা সংবেদন। আর ঐ সব সংবেদন সম্পর্কে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা আবার স্মরণ করি তখনকার সেই অপেক্ষাকৃত কম সজীব প্রত্যক্ষ হলো ধারণা। ধারণা হলো সজীব প্রত্যক্ষের রূপ। মুদ্রণ বা সংবেদনের অনুলিপি মাত্র, ধারণা হলো মুদ্রণের অস্পষ্ট ও ~~ম্লান~~ ক্ষীণ স্মৃতি প্রতিরূপ।

সাধারণ ভাবে মুদ্রণ হলো ধারণা অপেক্ষা স্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও সজীব। মুদ্রণ বা সংবেদন যেমন তীব্রভাবে আমাদের মনকে নাড়া দেয়, উত্তেজিত করে ধারণা তেমন পারে না। যখন আমরা কোনো কিছু শুনি, দেখি বা স্বাদ অথবা আলোচনা করি সামনের কোনো ছবি দেখার বা অনুভবের বিষয়টি যে স্বাচ্ছন্দ্য ও উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে সেই বিষয়টিকে চিন্তা করলে বা স্মরণে আনলে মুদ্রণের স্বাচ্ছন্দ্য ও উজ্জ্বলতার সেই তীব্রতা থাকে না। অনেক দার্শনিক তাই বলে থাকেন যে ধারণা হলো মুদ্রণের অস্পষ্ট স্মৃতি প্রতিরূপ।

মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য:

① 'মুদ্রণ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট প্রত্যক্ষণ এবং ধারণা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট প্রত্যক্ষণ' — এই বক্তব্যের দ্বারা হিউম মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পরিমাণগত বা মাত্রাগত পার্থক্য দেখিয়েছেন। মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে স্পষ্টতার, উজ্জ্বলতার, সজীবতার পার্থক্য উল্লেখ করা যায়। * মুদ্রণ খুব স্পষ্ট ও জীবন্ত। সরাসরি প্রত্যক্ষ হলো মুদ্রণ। চিন্তায় ও অনুমানের ক্ষেত্রে মুদ্রণের যে অস্পষ্ট প্রতিরূপ পাওয়া যায় তার নাম ধারণা। সংবেদন ও আবেগ যখন আমাদের মনে প্রথম আবির্ভূত হয় তখন তা খুব স্পষ্ট ও জীবন্ত এবং তীব্র মুদ্রণ লাগে। আবার যখন আমরা পরে এদের সম্বন্ধে চিন্তা করি তখন এদের স্পষ্টতা যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়, তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও ক্ষীণ অস্পষ্ট ও আবছা বলে মনে হয়। মুদ্রণের এই রূপ প্রতিরূপ ধারণা। তাই মুদ্রণ ধারণার তুলনায় স্পষ্টতর ও অধিকতর জীবন্ত।

② মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং সেই হেতু কারণ। অর্থাৎ মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে দুই প্রকার ভেদ পার্থক্যের

ভেদ — কালগত, বা সময়গত

মুদ্রণ ধারণার অগ্রে পূর্ববর্তী। যদি কোনো কিছু:

নিমিত্ত সূর্তবর্তী তাই ধারণা। তাদের মুদ্রণ ধারণার কারণ। কারণ না থাকলে যেমন কার্য হয় না তেমনি মুদ্রণ না থাকলে ধারণা হয় না অর্থাৎ মুদ্রণ হলো ধারণার ভিত্তি। ধারণা মাত্রই মুদ্রণ নির্ভর মুদ্রণ মাত্রই প্রতিলিপি হলো ধারণা. হিউম এখানে মুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্যতার/বস্তু সম্বন্ধের উল্লেখ করে বলেছেন। প্রত্যেক সরল ধারণার সঙ্গে যেমন অনুরূপ মুদ্রণ যুক্ত আছে, তেমনি আবার প্রত্যেক সরল মুদ্রণের সঙ্গে যুক্ত আছে অনুরূপ ধারণা। তাই সাধারণ নিয়ম অনুসারে মুদ্রণ ছাড়া ধারণা থাকতে পারে না। যে ধারণা নিয়ে আলোচনা করি তা কোন না কোন মুদ্রণ হতে। একটি লাল ফিতের প্রথম প্রত্যক্ষকে বলে সংবেদন মুদ্রণ। এই ফিতে নিয়ে চিন্তা করলে যা পাওয়া যায় তাই হলো সংবেদন ধারণা। যদিও আমাদের মুদ্রণের ক্ষেত্রে মুদ্রণ ধারণার আগে আসে, তবু একটি ধারণার আগে কোনো না কোনো মুদ্রণ অবশ্যই আছে। সুতরাং কোন না কোন মুদ্রণ ধারণার পূর্বে অবস্থান করে। যেখানে কোনো মুদ্রণ নেই সেখানে ধারণা সাজা অর্থহীন। মুদ্রণ হলো ইন্দ্রিয় জাত ও ধারণা হলো ইন্দ্রিয় জাতের মানস প্রতিরূপ। মুদ্রণ বাহ্য উদ্দীপনা থেকে আসে ধারণা হলো মানসিক ব্যাপার। প্রতিরূপ

আমাদের সব ধারণাই কি মুদ্রণ থেকে নিঃসৃত :

হিউম মনে করেন ধারণা মাত্রই মুদ্রণের অনুলিপি মুদ্রণ না হলে ধারণাও হয় না। মুদ্রণ ছাড়া যে ধারণা হয় না, ধারণা মাত্রই যে মুদ্রণ ভিত্তিক। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য —

(i) যেকোনো যৌগিক বা জটিল ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অবিভাজ্য পর্যায়ে এমন কতকগুলি ধারণা পাওয়া যাবে যাদের আর বিশ্লেষণ করা যায় না। ওইসব অ-বিশ্লেষ্য ধারণাগুলি হলো মুদ্রণ নিঃসৃত। যেমন - অনন্ত বিজ্ঞান সম্পন্ন জ্ঞানবান ও অসীম করুণাময় ঈশ্বরের ধারণাটির প্রসঙ্গে বলা

যেতে

প্রকৃত পক্ষে এই জটিল ধারণাটিও মুদ্রণ ভিত্তিক

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা নিজ নিজ, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অনুভবের যে মুদ্রণ লাভ করি, তাদের কল্পনায় দীর্ঘকালীন ভাবে পরিবর্তিত করে আমাদের ঈশ্বরের ধারণা লাভ করি।

1) লকের মতে ধারণা কি? [Marks - 2]

→ লকের মতে জ্ঞান গঠনের উপকরণ হলো ধারণা। ধারণা হলো বস্তু বা বিষয়ের ছবি। মন যা কিছু প্রত্যক্ষ করে, চিন্তা করে তার বিষয় বস্তু গুলি হলো ধারণা সংবেদনের মাধ্যমে জ্ঞান হলো জ্ঞানেন্দ্রিয় ধারণা বা জ্ঞানের ভিত্তি। লকের মতে ধারণা হলো দুই প্রকার 1) সরল (2) জটিল

(2) লকের মতবাদকে প্রতীকবাদ বলা হয় কেন? [Marks - 2]

→ লকের মতে আমরা সরাসরি কোনো জড়দ্রব্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাই না। ইন্দ্রিয় পথে বাহ্য জগতের প্রতিলিপি গ্রহণ মন বা চেতনায় ধারণা রূপে থাকে। এই ধারণা গুলি আসলে হলো বস্তু প্রতীক। আমরা সরাসরি এই ধারণা গুলি বস্তু প্রতীকী জানতে পারি। এবং এই ভাবে জড়দ্রব্যের অস্তিত্বের সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করি। এজন্য লকের মতবাদকে প্রতীকবাদ বলা হয়।

বার্কলে

(3) অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর এ কথার অর্থ কী? [Marks-2]

→ বার্কলের মতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে এর মানে অর্থ হলো সেটি প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানের বিষয় হয়ে আছে। তাই প্রত্যক্ষ করা বা জানাই হলো সত্তা বা অস্তিত্বশীলতা। বার্কলের মতে আমি আমার মনের ধারণাকেই সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করি। বার্কলে মতে বলে আলাদা কিছু নেই, আছে শুধু মন ও

মনের ধারণা প্রত্যয় নির্ভর এই দুটি পদার্থ সত্য ন অস্তিত্বশীল এই অর্থে বার্কলে বলেন অস্তিত্ব প্রত্যয় নির্ভর।

হিউম

1) হিউমের মতে মুদ্রণ ও ধারণার পার্থক্য কী? [Marks-2]

(1) মুদ্রণ ধারণা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট কিন্তু ধারণা মুদ্রণ অপেক্ষা কম স্পষ্ট।

(2) মুদ্রণ ধারণা থেকে অধিক তীব্র ও অধিক সজীব কিন্তু অন্যদিকে ধারণা অপেক্ষা কম তীব্র। মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী কিন্তু ধারণা মুদ্রণের নিয়ত অনুবর্তী

(3) ~~কারণ এক দিক দিয়ে মু~~

(2) কার্যকারণ সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য কী?

→ হিউমের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধে কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই। যদি ঘটনাকে নিয়ত বা সতত একটানাভাবে ঘটতে দেখি আমরা পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাকে কার্য বলে মনে করি। অভিজ্ঞতায় আমরা ঘটনায় পারম্পর্য সম্বন্ধ এবং সহ অবস্থান প্রত্যক্ষ করি, কোনো অনিবার্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি না। কার্যকারণ সম্বন্ধে হিউমের এই মতবাদ সতত সংযোগ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

(3) আত্মা সম্পর্কে হিউমের মত কী? [Marks-2]

→ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে হিউম আত্মা দ্রব্যকে অস্বীকার করেছেন তিনি বলেন আমি যখন গভীরভাবে প্রবেশ করি তখন আমি একটি ঠাণ্ডা বা গরম তাপ বা আলো, — অন্ধকার

ভালোবাসা এবং ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক অবস্থার সাক্ষ্য করিয়ে যায়। আমি প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি না। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাগুলিকে কেবল প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কখনোই তার অতিরিক্ত স্থায়ী দ্রব্যরূপে আত্মার প্রত্যক্ষ করি না। হিউমের মতে পরিবর্তনশীল প্রত্যক্ষযোগ্য মন গুচ্ছই হলো আত্মা।

(৫)(4) দ্রব্য সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য কী?

→ হিউমের মতে গুণ গুচ্ছের অতিরিক্ত দ্রব্যের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যাকে আমরা জড়দ্রব্য বলি তা কতগুলি গুণের সংবেদনের সমষ্টি মাত্র এবং যাকে মন বলি তা চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক অবস্থার সমষ্টি মাত্র। দ্রব্য হলো একটি অভিন্ন অপরিবর্তনীয় সত্তা — এই রূপ ধারণা অলীক কল্পনা মাত্র।

(1) আত্মা কি ব্যক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে হিউমের মত আলোচনা কর? [Marks - 5]

→ আত্মা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিউম নাট্যশালা দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছেন। আত্মা মন যেন একটি আত্ম শালা বা মঞ্চ যেখানে অন্তবেদন প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়। আত্মা অনন্ত প্রত্যক্ষের প্রবাহ এই গতিময় মানসিক প্রবাহকে আমরা আত্মা বলে ভুল করি। হিউম মনে করেন বার্কলের আত্মা বা ব্যক্তি আত্মা তত্ত্ব ভিত্তিহীন। অজ্ঞ দ্রব্য হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয় না। যা প্রত্যক্ষগোচর হয় না তার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। হিউম বলেন " যখন আমি নিজের কথা গভীর ভাবে ভাবি, তখন আমি হয় গরম বা শীত, আলো বা অন্ধকার, প্রেম বা বিদ্বেষ দুঃখ বা সুখের বিশেষ অন্তবেদন নিয়ে বা অন্য কিছু নিয়ে আবদ্ধ থাকি। তিনি আত্মা বলে বিশেষ দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আত্মা যদি গতিশীল প্রবাহ হয় এবং আত্মার যদি কোনো স্থায়ী অস্তিত্ব না থাকে তাহলে আমরা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা আত্মাকে বিভিন্ন সময় কীভাবে অভিন্ন বলে মনে করি? এই প্রশ্নের উত্তরে হিউম বলে গতিময় ধারণা গুলিকে ধারনার অনুষঙ্গ নিয়ম অনুযায়ী মানসিকভাবে এক সূত্রে গ্রথিত করে ফেলি এবং ব্যক্তি আত্মার অভিন্নতা বলে মনে করি। হিউম মনে করেন এই স্বীকার, নিরুপাদের যেমন দ্রব্য হিসেবে যেমন অসীম আত্মা বলে কিছু নেই তেমনি ব্যক্তি আত্মারও কোনো অস্তিত্ব নেই।

সমালোচিত হিউমের মতে সমালোচিত আত্মা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল চিন্তা প্রবাহ মাত্র হিউম অসীম আত্মার সাথে ব্যক্তি আত্মাকেও অস্বীকার করেছেন।

অপ্রকাশিত আমি বা সমগ্র আত্মা অনুভবের ছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দেখেন। যেমন একটি টেবিল প্রত্যক্ষ করে কিছুক্ষণ পর সেই টে-বিলটিকে আমরা স্মরণ করতে পারি এর মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষের সংবেদন প্রথম প্রত্যক্ষের সংবেদনকে উৎপাদন করে। এবং তখন আমরা দুই প্রত্যক্ষের মধ্যে অভেদ কল্পনা করি। একই ভাবে অনুভবের প্রত্যক্ষ এর মধ্যে পরিবর্তন, অনুভবের পূর্ববর্তী অনু-ভবেদনকে উদ্দীপিত করে এবং সেই কার্য সৃষ্টি করে। ফলে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনুভবদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়। এবং আত্মাকে স্থিতিশীল বলে মনে হয়। আত্মার ঐক্য অভেদ কল্পনা যেমন আত্মা আসলে মনের গতিশীল পরিবর্তনের প্রবাহ মাত্র। যে কারণ নাই কিছু দ্রব্য বা বস্তু অস্তিত্ব - অস্বীকার করা হয়, ঠিক একই কারণে তিনি আত্মারও কে সত্তা বা অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

0

---

* আত্মা সম্বন্ধে হিউমের মত কী? [Marks - 5]

→ হিউম মনে করেন সাধারণত আমরা যাকে বস্তুগুলির গুণের আধার বা আশ্রয় বলে এক অভিন্ন বস্তু বা জড় দ্রব্য মনে করি প্রকৃত পক্ষে তার যেমন অস্তিত্ব নেই ঠিক তেমনি আমরা যাকে বস্তুগুলি মানসিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া বলি সেগুলি হতে ভিন্ন, কোনো স্থায়ী দ্রব্য অর্থাৎ আত্মার কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। প্রকৃত পক্ষে আমরা যা অনুভব করি তা হল, বহু বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের অবস্থার অবিচ্ছিন্ন ক্রম আবির্ভাব, একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে হিউম বলেন,

" আমি যাকে আত্মা" বলি তার ভিতরে যখন আমি প্রবেশ করতে চাই, তখন আমি সর্বদাই ঠাণ্ডা ও উষ্ণ, আলো কিংবা ছায়া প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ কোনো

না কোনো বিশেষ প্রতীতির সাক্ষ্য নাই। কোনো সময়েই আমি প্রতীতি বর্জিত বিশুদ্ধ 'আমি' বা আত্মার সাক্ষ্য পাই না, এই যুক্তি অনুসারে আত্মার ধারণা একটি ভ্রম মাত্র, এবং অনুমানের কল্পনা শক্তির প্রবণতা থেকে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করে। প্রত্যেক মানুষেই সর্বদা কোনো না কোনো পরিবর্তন ঘটছে। কোনো একটি মুহূর্তে যে মন আছে তা কখনোই পরবর্তী মনের সঙ্গে অভিন্ন নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মন কতগুলি প্রতীতির সমষ্টি মাত্র। আমাদের চিন্তা যখন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত কতগুলি মানসিক অবস্থার অবিরাম প্রবাহ অনুসরণ করে, তখন আত্মার স্থায়ী ঐক্যের ধারণার জন্ম হয়।

---

③ হিউমের ধারণা অনুষঙ্গ নিয়ম কী? [Marks-2]

→ হিউমের মতে আমাদের সমগ্র চিন্তা জগৎ সংযোগ সূত্র বা অনুষঙ্গ নিয়মকে অনুসরণ করে চলে। অনুষঙ্গ নিয়ম হলে একটি ধারণা অন্য ধারণাকে আকর্ষণ করে, এক্ষেত্রে আমাদের মনোরাজ্যে একটি ধারণা অপর ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিন্তার জগৎকে গঠন করে এবং জ্ঞানরাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়। নিয়ম তিনটি হল — (i) সাদৃশ্য, (ii) কাল বা স্থানের সান্নিধ্য (iii) কারণ বা কার্য।

(i) সাদৃশ্য নিয়ম অনুসারে কালগত বা স্থানগত ভাবে দুই বা ততোধিক ধারণার পাশাপাশি অবস্থান হলে, তারা অনুষঙ্গ বোধ হয় এবং ফলত একের একটি অন্যটিকে মনে করায়।

(ii) সান্নিধ্য নিয়ম অনুসারে কালগত বা স্থানগত ভাবে দুই বা ততোধিক ধারণার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা হলে তারা অনুষঙ্গ বোধ হয়। এবং ফলত

তাদের একটি অন্তর্নিহিত মানে করায়।

(iii) কার্য কারণ নিয়ম অনুসারে দুটি ধারণার মধ্যে কার্য কারণ সম্পর্ক আছে তা না থাকলে তাদের যে কোনো একটি অন্তর্নিহিত মনে করায়। যেমন— আঘাত ও ব্যথা বেদনার মধ্যে কার্য কারণ সম্পর্ক আছে বলে আমরা মনে করি, সেজন্য কোনো ব্যক্তি যদি আঘাত পেয়েছে, তাহলে স্বভাবতই তার ব্যথা বেদনার কথা চিন্তা করি।

---

(7) হিউমের মতে ধারণার (Relation of Ideas and matters of Fact) সম্বন্ধে জ্ঞান বা বস্তু ও বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর? [Marks-2]

→ হিউমের মতে বিষয় অনুসারে জ্ঞান দুই প্রকার —

(i) ধারণার

(ii) বাস্তব ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান।

হিউম দুই প্রকার জ্ঞানের পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ, জগতিক কোনো তথ্য বা বাস্তব বিষয়ের উপর নির্ভর না করে শুধু মাত্র বুদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যয়ী জ্ঞান বা অবশ্যই জানা যায়। যেমন — "দুই এর ও দুই এর যোগফল চার"।

পক্ষান্তরে, বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান কেবল বুদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায় না — বস্তু জগত বিষয়ক জ্ঞানের জন্য অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এই জাতীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ বা পরত সত্য। যেমন — আগামীকাল সূর্য পূর্বদিকে উঠবে।

ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান অতীতের

করলে তা স্ববিরোধী বচন হয়। যেমন: 2+2 = 4 বচনটি নিষেধ করলে হয় 2+2 = 4 নয়" — এমন চিন্তাও করা যায় না। ①

③ "জন্মলগ্নে মন থাকে একেবারে সাদা কাগজের মতো" — লকের এই সুবিখ্যাত উক্তিটি ব্যাখ্যা কর? [Marks -2]

→ লকের মতে মানুষ কোনো সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মায় না। জন্মলগ্নে মানুষের মন থাকে সাদা কাগজের মতো; যার ধারণা গ্রহণের সামর্থ্য থাকলেও কোনো ধারণাও সেই সময় থাকে না। মানুষের সমগ্র জীবনে সমুদয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূলে হল তার সমগ্র জীবনের — জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ ধারণা। তিনি মনে করেন জ্ঞান পাওয়া যায় ধারণা থেকে। ধারণা অর্জিত হয় অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতা আসে সংবেদন এবং অন্তর্দর্শন থেকে। সংবেদন ও অন্তর্দর্শনের আশ্রয় স্থলি হল মন। মন নিষ্ক্রিয় থাকে। বহির্জগৎ থেকে আগত ধারণাগুলিকে মন নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করে মাত্র। এ-প্রসঙ্গে লকের সুবিখ্যাত উক্তি "বুদ্ধিতে এমন কিছুই নেই যা আগে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না" অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মনের বিভিন্ন ধারণা অর্জিত হয়। এবং ধারণাগুলির মধ্যে সংগতি বা অসংগতির অনুভবকে জ্ঞান বলা হয়।

① লক্ কথিত বিভিন্ন জ্ঞানের সংজ্ঞা দাও? [Marks-5]

→ লকের মতে জ্ঞান হল এক ধারণার সঙ্গে অন্য এক ধারণার মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করা। Essay গ্রন্থের চতুর্থ ও খণ্ডে লক এই প্রকারের জ্ঞানের তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছে।
(i) স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান (ii) প্রমাণমূলক জ্ঞান (iii) সংবেদনমূলক জ্ঞান।

(i) ~~স্বজ্ঞামূলক~~ স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান :—

অন্যকোনো ধারণা ছাড়াই যদি দুটি ধারণার মধ্যে এক প্রকার মিল বা অমিল ~~[illegible]~~ সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে লকের মতে সেই জ্ঞানকে বলা হবে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। আবার লক মনে করেন যে ~~[illegible]~~ ক্ষেত্রে আমাদের মন দুটি ধারণার মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অন্য কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়াই সরাসরি ভাবে ~~[illegible]~~ প্রত্যক্ষ করে এবং তাকেই বলা হয় ~~স্বজ্ঞা~~ স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। যেমন — "সাদা কালো নয়" 'তিন দুইয়ের বড়' এমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ প্রতীতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা হয়। লকের মতে এই প্রকার জ্ঞানই সর্বাপেক্ষা সুনিশ্চিত ও স্পষ্ট। স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান সার্বিক এবং অনিবার্য। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বা আত্মচেতনার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হল ~~[illegible]~~। ~~স্বজ্ঞামূলক~~ স্বজ্ঞামূলক।

(ii) প্রমাণ মূলক জ্ঞান :

মন যখন দুটি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ সরাসরি ভাবে নির্ধারণ করতে পারে না মধ্যবর্তী অন্য কোনো ধারণার সাহায্যে ওই সম্বন্ধ নির্ধারণ করে, তখন সেই জ্ঞানকে বলে প্রমাণ মূলক জ্ঞান। মধ্যবর্তী এক বা একাধিক ধারণাগুলি হল প্রমাণ।

যাদের ও সাহায্যে জ্ঞানটির সত্যতা প্রতিফলিত হয়। প্রমাণমূলক জ্ঞান সুনিশ্চিত হয় তখন যখন মধ্যবর্তী ধারণাগুলি বা প্রমাণগুলি স্বতঃজ্ঞাত 'অর্থাৎ' সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।) তাই প্রমাণমূলক জ্ঞান স্বজ্ঞামূলক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। ও গাণিতিক বা জ্যামিতিক জ্ঞান লকের মতে প্রমাণমূলক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ - "ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ" প্রত্যেক 'ত্রিভুজের তিনকোণের ধারণা' এবং 'দুই সমকোণের' ধারণার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করিনাবরং সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য কতগুলি মধ্যবর্তী ধারণা বা প্রমাণের প্রয়োজন হয়। লক মনে করেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও প্রমাণমূলক জ্ঞান।

(iii) সংবেদন মূলক জ্ঞান:—

সংবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌলিক ধারণা সমূহ মুখ্যগুণ ও গৌণ গুণের ধারণা সমূহ এ জাতীয় জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এ জাতীয় জ্ঞানের মাধ্যমে ধারণার সীমানাকে অতিক্রম করে আমরা জানতে পারি। ধারণার জগতের বাইরে ধারণার কারণরূপে বাহ্য জগৎ আছে এবং সেখানে অনেক বস্তু আছে। সংবেদন মূলক জ্ঞানকে লক 'জ্ঞান' নাম চিহ্নিত করলেও তাকে সুনিশ্চিত বলেননি। সংবেদনমূলক জ্ঞান কখনও সত্যতার দিক থেকে উচ্চ হতে পারেনা, সর্বদা সংশয়ের অবকাশ থাকে। অর্থাৎ এই জ্ঞান সর্বদা সম্ভাব্য হয়। যদিও বিশেষ সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদ আছে, তবে সম্ভাব্যতার মাত্রা কখনও পরিপূর্ণ সত্যতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনা।

সংবেদনমূলক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংবেদনজাত ধারণাগুলিকে মন নিষ্ক্রিয় ভাবে গ্রহণ করে। লকের মতে সত্তার সত্যতা বিচারে সংবেদনমূলক জ্ঞান সর্বনিম্নমানের জ্ঞান।

(2) 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' — বার্কলের এই মতটি ব্যাখ্যা ও বিচার কর। [Marks —] [10]

→ লকের মতে জড়বস্তু আছে একথা জানা যায়না। অনুভববাদী-দের দৃষ্টিকোণ থেকে যা আছে তাকে দেখা যাবে অনুভব করা যাবে। যার প্রত্যক্ষ অনুভব বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নেই এমন কোনো স্বীকৃতি — অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ বার্কলের অভিমত হল আমাদের বাইরে যে জড়দ্রব্য আছে — এমন বলার কোনো সঙ্গতযুক্তি নেই। আর জড়দ্রব্য আছে যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই অথচ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা নয়। এই জন্যই বার্কলে একটি — ল্যাটিন বাক্য প্রয়োগ করেছেন। 'Esse est Percipi'। Essey অর্থ অস্তিত্ব শীলতা আর 'Percipi' অর্থে প্রত্যক্ষ নির্ভরতা। তাহলে Esse est Percipi কথাটির অর্থ হল অস্তিত্বের অর্থ প্রত্যক্ষগোচর হওয়া বা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর।

জড়দ্রব্য অস্বীকার: লকের মতো বার্কলে এ বিষয়ে একমত যে আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় হল ধারণা। তবে লক যেমন ধারণার কারণ হিসাবে জড়দ্রব্যের উল্লেখ করেছেন বার্কলে সেই জড়দ্রব্যকে অস্বীকার করেন। গাছ, পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি জাগতিক বস্তু যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ধারণা অতিরিক্ত অস্তিত্ববান নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ধারণাই হল আমাদের অপরোক্ষ অনুভবের বিষয়। বার্কলে ধারণা বলতে এক ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে চেতনায় যেকোনো উপাদানকে, যথা ইন্দ্রিয়সংবেদন, আত্মসংবেদন, স্মৃতি প্রতিরূপ ইত্যাদি। একটি কমলা দেখে তাহলে আমাদের অপরোক্ষ অনুভবে

(ক) হিউমের কার্যকারণ তত্ত্ব আলোচনা কর? [Marks-10]

→ কারণ ও কার্যের মধ্যে কী কোনো অনিবার্য সম্পর্ক আছে? আগুনে হাত দিলে অবশ্যই পুড়বে না পোড়াটা সম্ভব হবে না? অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম কারণ ও কার্যের মধ্যে এমন কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না, কেননা তার কোনো মুদ্রণ হয় না হিউম এর মতে ধারণা মাত্রই মুদ্রণ ভিত্তিক হবে। কাজেই কারণ ও কার্যের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণাটি হিউমের মতে এক অবাস্তব কল্পনা মাত্র,

হিউম প্রথমে কার্যকারণ প্রসঙ্গে প্রচলিত - আবশ্যিক মতবাদ খণ্ডন করেন ও পরে নিজস্ব মতবাদ — সংযোগ বাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

① আবশ্যিক সম্পর্ক মতবাদ খণ্ডন: হিউমের মতে কারণ ও কার্যের মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করার স্বপক্ষে কোনো অভিজ্ঞতাজাত তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। অনেকের মতে কারণে কারণে এক শক্তি বিশেষ যা কার্যকে ঘটায়। হিউম এই অভিমত অগ্রাহ্য করে বলেন এমন কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক স্বীকার করা যায় না, কারণের মধ্যে অনুভবের অগম্য কোনো শক্তি স্বীকার করা যায় না। যেমন — একটি বিলিয়ার্ড দ্বিতীয় বিলিয়ার্ড বলকে ধাক্কা দিলে দ্বিতীয় বলটি চলতে শুরু করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় শুধু প্রত্যক্ষ করি যে দুটি বলের সংযোগ এবং দ্বিতীয় বলটির চলা শুধু দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী অনিবার্য সম্পর্কের অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না।

① বিশ্লেষক অবধারণ (বচন) বলতে কী বোঝ?

→ কান্টের মতে বিশ্লেষক অবধারণ হলো এমন একটি অবধারণ যার উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়ের ধারণা নিহিত থাকে। এই অবধারণে বিধেয় কোনো নতুন তথ্য প্রকাশ করে না। উদ্দেশ্যের ধারণায় যা গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করে মাত্র। যেমন — সকল জড় পদার্থ হয় বিস্তৃত।

② সংশ্লেষক অবধারণ বলতে কী বোঝ?

→ সংশ্লেষক অবধারণ হলো এমন একটি অবধারণ যার উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে বিধেয়ের ধারণাটি নিহিত নেই। এই অবধারণে বিধেয় নতুন তথ্য প্রকাশ করে। যেমন — সকল জড় বস্তু হয় ভারী।

③ পূর্বতঃসিদ্ধ বচন কাকে বলে?

→ যে বচন অনিবার্যভাবে সত্য যার সত্যতা অভিজ্ঞতার পূর্বেই সিদ্ধ হয়ে থাকে অর্থাৎ সত্যতার নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের প্রয়োজন নেই তাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বচন বলে। যেমন — একটি বস্তু একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে থাকতে পারে না।

④ পরতঃসাধ্য বচন কাকে বলে?

→ যে সব বচন অনিবার্যভাবে সত্য নয়, যাদের সত্যতা জানার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহের, পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় সেই সব বচনকে বলা হয় পরতঃসাধ্য বচন। যেমন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।

(৫) কান্টের দর্শনে কোপার্নিকাসীয় বিপ্লব কী? বা কোপার্নিকীয়

→ জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস টলেমির ঐতিহ্যশালিত পৃথিবী কেন্দ্রিক চিরাচরিত প্রকল্প ভুল প্রমাণ করে সূর্য কেন্দ্রিক প্রকল্প গঠন করেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ঠিক সেই রূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্ট বিষয়কেন্দ্রিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে বুদ্ধিকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ কান্ট বলেন জ্ঞান বিষয়কে অনুসরণ করে না, বরং বিষয় জ্ঞানকে অনুসরণ করে জ্ঞান জগতের এই যে আমূল পরিবর্তন তাকে কোপার্নিকীয় বিপ্লব বলা হয়।

(৬) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন কীভাবে সম্ভব?

→ কান্টের মতে মনের গঠনগত কাঠামোর জন্য পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সম্ভব। মন শুধু বাইরে থেকে আগত উপাদান নিষ্ক্রিয়ভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গ্রহণ করে না, মন তার আকার ও প্রকার সহিত করে তবে সেই উপাদানকে গ্রহণ করে। যথার্থ জ্ঞানের দুটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হল — অনিবার্যতা ও সার্বিকতা। কান্টের মতে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে। কান্ট মনে করেন গণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞানে অনেক বচন পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক।

৭. দেশ, কাল সম্পর্কে কান্টের মন্তব্য কী?

→ কান্টের মতে দেশ, কাল শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভবের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার। এই মতের সমর্থনে তিনি চারটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। (1) কান্টের মতে দেশ, কাল পূর্বতঃসিদ্ধ আকার।

(৪) কান্টের মতে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। এই পার্থক্য কতখানি গ্রহণযোগ্য।

Ans. কান্ট প্রথমে অবধারণ বা বচনকে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক। বিশ্লেষক বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের নিহিত অর্থকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে প্রকাশ করে। অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে না। এই জাতীয় বচন তাই ব্যাখ্যা মূলক বিধেয়টি উদ্দেশ্যের অর্থকে ব্যাখ্যা করে, সম্প্রসারণ মূলক বা নয় অর্থাৎ উদ্দেশ্যে নিহিত। অতিরিক্ত ভাবে বিধেয় কিছু সংযোজন করে না। তবে বিশ্লেষক বচন অনিবার্য রূপে সত্য হয়। বিশ্লেষক বচনের সত্যতা বিরোধবাধক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচন আত্মবিরোধী এবং ফলত অবশ্যই মিথ্যা। বিশ্লেষক বচনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কান্ট "সব জড়বস্তু বিস্তার যুক্ত" বচনটির উল্লেখ করেছেন। বচনটি বিশ্লেষক কেননা জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে বিস্তারের ধারণা নিহিত আছে, জড় লক্ষণ ধর্ম হল বিস্তার।

অপরপক্ষে সংশ্লেষক অবধারণের বা বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এমন কিছু স্বীকার করে বা অস্বীকার করে যা উদ্দেশ্যের অর্থের মধ্যে নিহিত হয়, যা উদ্দেশ্যের অর্থের বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় বচন তাই জ্ঞান সম্প্রসারণ মূলক। কোনো উদ্দেশ্যের প্রত্যয়টির সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজিত হয়। তবে এই প্রকার বচন সম্প্রসারণ মূলক হলেও এ প্রকার বচনের বিরোধী বচন স্ববিরোধী হয় না। এ জাতীয় বচন অনিবার্য সত্য নয় তার সত্য হতে পারে আবার মিথ্যা হতে পারে। তাই যেমন সংশ্লেষক বচনের দৃষ্টান্ত হল "সব জড় বস্তু ভার যুক্ত" এই বচনটিতে 'ভার' এর ধারণাটি "জড় বস্তু" ধারণার মধ্যে নিহিত নয়,

তা এক নতুন সংযোজন।

কোনো বচন বিশ্লেষক অথবা সংশ্লেষক তা বচনটির উক্ত কাঠামো দেখে বোঝা যায়। বিধেয়টি উদ্দেশ্যের নিহিতার্থের বিশ্লেষণ মাত্র হলে তা বিশ্লেষক হবে। আর বিধেয়টি এর প্রত্যয়টি নতুন কোনো সংযোজন হলে তা সংশ্লেষক হবে।

কান্ট কৃত বচনের বিভাগ সম্পর্কে অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করেছেন —

অনেকে আপত্তি করে বলেন কান্ট বিশ্লেষক বচনের সংজ্ঞা যেভাবে দিয়েছেন, তা সঠিক হতে পারেনা। কেননা সংজ্ঞাটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। কান্ট প্রদত্ত বিশ্লেষক বচনটির সংজ্ঞা হল, বিশ্লেষক বচনে, বিধেয়ের প্রত্যয়টি উদ্দেশ্যের প্রত্যয়ের মধ্যে নিহিত আছে, এখানে 'মধ্যে' শব্দটি রূপক বা আলংকারিক দোষে দুষ্ট হয়েছে। 'মধ্যে' শব্দটি সাধারণত দৈশিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঘরের মধ্যে টেবিল আছে এমন বলতে বোঝায় বলা হয় যে একটির অন্তর্গত কিছুটা স্থান জুড়ে টেবিলটি আছে কোনো বচনের বিধেয় ঠিক এভাবে উদ্দেশ্যের মধ্যে অবস্থান করে না।

অভিযোগটি অমূলক মনে হলেও তা অপ্রাসঙ্গিক নয়। উপমা দিয়ে ঘরের মধ্যে যেভাবে টেবিল আছে ঠিক সেভাবে কোনো বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের মধ্যে অবস্থান করলে, 'মধ্যে' শব্দটির মাধ্যমে কান্ট বোঝাতে চেয়েছেন কোনো বচনের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত আছে যদি এবং কেবলমাত্র যদি